দৈনিক
ইত্তেফাক

24 APR 2016
০৫ ... ২

বাঘায় শিক্ষক নিয়োগের নামে চলছে অর্থ বাণিজ্য!

নুরুজ্জামান, বাঘা (রাজশাহী) সংবাদদাতা

রাজশাহীর বাঘায় পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী না থাকলেও শিক্ষক নিয়োগের প্রতিযোগিতায় নেমেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। নিয়োগের নামে চলছে বিপুল অঙ্কের অর্থ বাণিজ্য। গত এক বছরে এ উপজেলায় কেবল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রায় দেড় শতাধিক। অনেক প্রতিষ্ঠানে বিষয় আছে শিক্ষকও আছেন কিন্তু নেই কোনো শিক্ষার্থী।

স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বাঘায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় আনুপাতিক হারে এখন ছাত্রের চেয়ে শিক্ষক-ই বেশি। এলাকাবাসীরা বলছেন, ছাত্র না থাকলেও মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানগুলোয় অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাঘায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ৭৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে কলেজ ৯ টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪৭ টি, স্কুল অ্যান্ড কলেজ ২ টি মাদ্রাসা ৯ টি এবং ভোকেশনাল ও বিএম ৬ টি। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি বিধান মোতাবেক এক প্রতিষ্ঠান থেকে আরেক প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব এবং যে পরিমাণ শিক্ষার্থী থাকার দরকার তার একটি শর্তও পূর্ণ করতে পারেনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরেজমিন উপজেলার আমোদপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে মাত্র ৩৫ জন শিক্ষার্থী দিয়ে চলছে ওই বিদ্যালয়। অথচ সেখানে শিক্ষক কর্মচারী রয়েছে প্রায় ১০ জন। একই অবস্থা মনিগ্রাম [illegible] কলেজ, তেতুলিয়া অ্যান্ড পীরগাছা বিএম কলেজ, বারখাদিয়া [illegible] ভোকেশনাল [illegible] ছাতারি উচ্চ বিদ্যালয়। এর [illegible] শিক্ষার্থী দেখালেও বাস্তবে ক্লাস করে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ জন।

বাঘা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ উপজেলায় গত এক বছরে প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঘা শাহদৌল্লা ডিগ্রি কলেজ, মজাহার হোসেন মহিলা ডিগ্রি কলেজ, আব্দুল গনি মহাবিদ্যালয়, বাঘা উচ্চ বিদ্যালয়, চন্ডিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, আড়ানী মনমোহনী উচ্চ বিদ্যালয়, বাঘা রহমতুল্লা বালিকা বিদ্যালয়, কালিদাস খালি উচ্চ বিদ্যালয়, মীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, জোতরাঘব উচ্চ বিদ্যালয় ও হরিনা উচ্চ বিদ্যালয়। এই নিয়োগ থেকে লাভবান হয়েছেন প্রতিষ্ঠান প্রধান, পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।

অভিযোগ রয়েছে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মকিম প্রতি নিয়োগের জন্য এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা গুনেছেন। এর বাইরেও শিক্ষকদের টাইম স্কেল, বিএড স্কেল ও বিভিন্ন ফাইল স্বাক্ষর বাবদ তাকে দিতে হয় মোটা অঙ্কের টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্কুল শিক্ষক জানান, বাঘায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি হওয়ায় প্রতি বছর ভর্তির সময় প্রতিষ্ঠান প্রধানরা ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা দিতে দিতে এমন অবস্থা করে ফেলেছে যাতে করে ছাত্ররা আর প্রতিষ্ঠানে আসতে চায় না। এর ফলে দেখা যাচ্ছে বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকের উপস্থিতিই বেশি। তবে বিভিন্ন ফাইল স্বাক্ষরে উপঢৌকন ও নিয়োগ বাণিজ্যের কথা অস্বীকার করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মকিম বলেন, শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ম অনুসারে প্রতিষ্ঠান খোলার পূর্বে নিয়োগ সম্পন্ন করতে বলা হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধানরা স্কুল পরিচালনা পরিষদকে ম্যানেজ করে নিয়োগ বাণিজ্য করলে তার একার পক্ষে কিছুই করার থাকে না।